সাম্প্রদায়িকতা রুখতে হবে–
অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে
প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য জরুরি

ড. আবুল বারকাত

বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে। তাদের সু-সংগঠিত জঙ্গি নেটওয়ার্ক অত্যন্ত মজবুত এক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোর মধ্যে এ উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। এ দুঃস্বপ্ন ভঙ্গের এখন একটাই পথ খোলা আছে– তা'হল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রতিটি মানুষকে সাথে নিয়ে সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কর্মসূচি বেগবান করা। চিরতরে রুখতে হবে সাম্প্রদায়িকতা; গণতন্ত্রকামী প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সুস্থ-সবল ভেদহীন চেতনাসমৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টিতে– যা ছিল আমাদের স্বাধীনতার মূল আকাঙ্খা।

যেহেতু, ধর্মীয় উগ্র সাম্পদায়িকতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার পরিপন্থি;

যেহেতু, উগ্রজাতিয়তাবাদের সাথে ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মহামিলন– স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী;

যেহেতু, এ মহামিলন দেশের সামগ্রিক আইন শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির প্রধান কারণ;

যেহেতু, তা আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সুস্থ বিকাশের পথ রূদ্ধ করছে;

যেহেতু, তা মানুষের চলা-বলার স্বাধীনতা খর্ব করছে এবং সুস্থ চিন্তার জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ–চরম নিরাপত্তাহীন;

যেহেতু, অস্ত্র/পেশী শক্তি ভিত্তিক উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা "বাংলা ভাই"-সহ বিভিন্ন নামে "টেস্ট-কেস" হিসেবে ইতোমধ্যে–

- অনেক হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে,ঘটাচ্ছে, রোধ না করা গেলে ঘটাতেই থাকবে;
- মানুষের অর্থ-সম্পদ লুট করেছে,করছে,করবে; অনেক নিরীহ মানুষকে পঙ্গু করেছে,করছে,করবে; অনেক মানুষকে বাস্তুচ্যুত-গ্রামচ্যুত করেছে,করছে,করবে;
- তারা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানকে এসবে ব্যবহার করছে; ব্যবহৃত হতে না চাইলে "নির্যাতনমূলক বর্বর" ঘটনা ঘটাচ্ছে;
- অন্যান্য ধর্ম, ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শনসহ যত ধরণের অপকর্ম-কুকর্ম-অনাচার করা সম্ভব করছে; সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে আরো করবে;
- বিদেশি হাইকমিশনার পর্যন্ত বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে;
- সুফি সাধকদের ওরশ স্থান এবং সেই সাথে ঐতিহ্যবাহী মাছ-কাছিমকেও শত্রু ঠাওরাচ্ছে;
- নির্বাচিত সাংসদ হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করছে না;
- পেশা নির্বিশেষে মুক্ত বুদ্ধির মানুষ নিধন-উল্লাসে মত্ত;

যেহেতু, দেশে আইনী প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের কোনই আস্থা নেই;

যেহেতু, দেশের প্রচলিত আইন তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনীর মাধ্যমে স্থানীয় দুঃশাসন কায়েম করেছে। এখন আইন আছে সরকার নেই– তারা নিজেরাই সরকার বনে গিয়েছে।

আর যেহেতু, এসব বিকৃতিতে উগ্র জাতিয়তাবাদী সরকার শুধুমাত্র ইন্ধনই যোগাচ্ছে না, তারা রাষ্ট্রকে পর্যন্ত ব্যবহার করছে।

সেহেতু, এ এক মহাপ্রলয়ের লক্ষণ – যা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন কিছুই কার্যকর হতে দেবে না। সুতরাং প্রতিরোধ নয়– নির্মুল প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, উগ্র-জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতা রুখতে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হ'ল:

১। এ মুহূর্তে ধর্মীয় উগ্র-সাম্প্রদায়িক সকল কর্মকাণ্ড সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

২। উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা পরিচালন ও সংগঠনে যে সকল রাজনৈতিক দল তাদের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান মদদ যোগাচ্ছে—তাদের সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩। বাংলা ভাই অনুসারী নেতাদের দ্রুত শাস্তি দিতে হবে।

৪। যে সব হত্যাকাণ্ড তারা ঘটিয়েছে; সম্পদ লুটপাট করেছে; নিরীহ মানুষকে পঙ্গু করেছে—এসবের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

৫। উগ্র-ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির কর্মকাণ্ড পরিচালনের আর্থিক উৎস অনুসন্ধান করে, দ্রুত ওগুলি বাজেয়াপ্ত করতে হবে(মনে রাখা প্রয়োজন যে তাদের সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক নীট মুনাফা কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা)।

৬। বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ সাম্প্রদায়িক-দুঃশাসনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে।

৭। উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড সংগঠনে যে সব প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি অনতিবিলম্বে উদঘাটন করে জনগণকে অবহিত করতে হবে।

৮। হযরত শাহজালালের দরগা শরিফে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের হত্যা প্রচেষ্টা; নির্বাচিত সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা; ডঃ হুমায়ুন আজাদ হত্যা প্রচেষ্টার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৯। জামাত-শিবির-বাংলাভাই সহ অনুসারী দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র ধর্মীয়-ফ্যাসিবাদি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সরকার-এর অবস্থা/অবস্থান সম্বলিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং বিষয়টি সংসদে গুরুত্বসহ আলোচনা করে জনগণকে অবহিত করতে হবে।

১০। সরকারের মন্ত্রীসভায় বা কোনো রাজনৈতিকদলে এসবের মদদ-দাতা থাকলে তা স্পষ্ট বলতে হবে এবং মন্ত্রীসভা থেকে অবিলম্বে তাদের বহিষ্কার করতে হবে।

১১। এসব নিয়ে নাগরিক সমাজ কর্তৃক একটি স্বাধীন নাগরিক কমিশন গঠন করে দ্রুত-ভিত্তিতে তদন্ত করে সম্পূর্ণ বিষয়টি উদঘাটিত করতে হবে।

১২। স্বাধীন নাগরিক তদন্ত কমিশনের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা সরকারকে দিতে হবে।

১৩। গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল সকল রাজনৈতিক নেতা-কর্মী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে সরকারকেই।

আসুন আমরা সবাই মিলে—দেশ-জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত রাখতে, এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নে সুস্থ-গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে ও বিকশিত করার লক্ষ্যে উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান রোধে সকল গণতান্ত্রিক-দেশপ্রেমিক-প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনসহ নাগরিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করি।